দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 JUL 2096
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

চট্টগ্রামের পর এবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের পর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজও বন্ধ হয়ে গেল। এর আগে সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র সংঘর্ষ হয়। একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা অপর একটি সংগঠনের কর্মীদের কলেজ থেকে বের করে দেয়। প্রতিটি ঘটনাই ঘটে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীদের সংঘর্ষের ফলে। প্রতিটি ঘটনাই ঘটেছে বর্তমান সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর। তবে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি সবচেয়ে দুঃখজনক ও লজ্জাকর। এই মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আনন্দ-অনুষ্ঠান চলাকালে সামান্য প্যাকেট লাঞ্চ বিতরণকে কেন্দ্র করে দু'টি ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আনন্দমুখর পরিবেশে শুরু হওয়া সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পন্ড হয়ে যায়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রছাত্রীদের হলত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছেন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের উদ্যোগ নেয়া হয় একটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে। সপ্তাহ দু'য়েক পরই ছিল কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচন। তা নিয়ে উত্তেজনা ছিল। দু' সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে এর আগে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। অন্য দু'টি মেডিক্যাল কলেজে সংঘটিত ঘটনাবলীও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে। পত্রিকান্তরে জানা যায়, যে কোন মুহূর্তে যে কোন কিছুকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের সংঘর্ষ বেধে যাওয়ার আশংকা ছিল। দু'পক্ষে প্রস্তুতিও ছিল বলে মনে হয়।

ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল সংঘর্ষের জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করে বক্তব্য দিয়েছে। একপক্ষ বলেছে, সংঘর্ষ বাধানো হয়েছে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী। অন্যপক্ষ বলেছে, আসন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচন বানচালের জন্যই এ ঘটনা। কোন্ পক্ষের বক্তব্য যে ঠিক, তা বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সংঘর্ষের সময় পুলিশ সচরাচর যে ভূমিকা পালন করে, তাই করেছে। ফাঁকা গুলি ছুড়েছে। টিয়ার গ্যাস ছুড়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রাবাস ছেড়ে চলে যাওয়া নিশ্চিত করেছে।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমরা প্রশ্ন করেছিলাম, এ দিয়েই কি শুরু? প্রশ্নটা যে অসঙ্গত ছিল না, চট্টগ্রামের পর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়া তার প্রমাণ দিচ্ছে। নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বড় দু'টি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনকেই বেশ উত্তেজিত দেখা যাচ্ছে। একটি তার আগেকার দাপট বহাল রাখতে চায়। অন্যটি চায় অবস্থার পরিবর্তন।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে এবং জন-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত করে যে অবস্থান গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলীয় ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের কার্যকলাপের মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারি ছাত্র সংগঠনের কথা আলাদা করে বলা হচ্ছে এজন্য যে, তাদের কাছ থেকেই মানুষ বেশি দায়িত্বশীলতা আশা করে। শুধু তাই নয়, অবস্থার প্রেক্ষাপটে তারা চায় সরকারি ছাত্র সংগঠনটি আগেকার সরকারি ছাত্র সংগঠনের কার্যকলাপকে অনুসরণ না করুক। বিরোধীদলীয় নেত্রীও বলেছেন, তারা 'দায়িত্বশীল বিরোধীদল' হিসেবে কাজ করবেন। আমরা আশা করবো, বিএনপি'র ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা দলীয় নেত্রীর দেয়া বক্তব্যের সমর্থনেই কাজ করবেন। দায়িত্বশীল কথাবার্তা ও কার্যকলাপ দিয়ে তারাও পারে নিজেদের অতীতের ম্লান ভাবমূর্তিকে উন্নত করতে। সর্বোপরি প্রধান দুই রাজনৈতিক দল ও তাদের ছাত্র সংগঠন দায়িত্বশীল মনোভাব গ্রহণ করলেই স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সহজ হবে শিক্ষাঙ্গনে একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা।